সমকাল

চট্টগ্রামে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার বাড়ছে

৮ ঘণ্টা আগে

শৈবাল আচার্য্য, চট্টগ্রাম

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয় খুদে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন। এই পাবলিক পরীক্ষার প্রথম সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে তারা স্বপ্ন দেখে শিক্ষাজীবনের পরবর্তী ধাপগুলো পার করার। কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রাথমিকের এই প্রথম ধাপেই ঝরে পড়ছে! গত তিন বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চট্টগ্রামে ২৪ হাজার ১২০ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এর একটি বড় অংশ ছেলে শিক্ষার্থী। এমন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, প্রাথমিকের এই ঝরে পড়া বন্ধ করতে না পারলে সবাইকে এর মূল্য দিতে হবে। ছেলেরা কেন বেশি ঝরে পড়ছে এবং পড়ালেখা বন্ধ করে কোথায় যাচ্ছে, কী কাজে জড়িয়ে পড়ছে- এসব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খুঁজে বের করে সমস্যা সমাধানে নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও।

চট্টগ্রাম জেলার গত চার বছরের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিন বছর ধরেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকে। ২০১৬ সালে চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬১ হাজার ৪৭২ জন। ২০১৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ৫২ হাজার ৪১৪ জনে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ঝরে পড়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ হাজার ৫৮ জন। পরের বছর ২০১৮ সালে ঝরে পড়ে ৬ হাজার ৮৫২ জন। ওই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫৬২ জনে। চলতি বছর ঝরে পড়াদের তালিকা আরও দীর্ঘ হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৮ হাজার ২১০ জন। এবার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৩৫২ জন। গত চার বছরে এবারই সবচেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। চট্টগ্রামে এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ৭৪ হাজার ৮৪৮ জন এবং ছাত্র ৬২ হাজার ৫০৪ জন। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা ১২ হাজার ৩৪৪ জন বেশি। গত বছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৭৮ হাজার ৫৬০ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ২ জন। বিগত কয়েক বছরে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ও কৃতকার্য হওয়ার দিক দিয়ে ছাত্রীরা এগিয়ে।

গত ২৯ অক্টোবর মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার এখনও অনেক বেশি বলে স্বীকার করেন। ঝরে পড়ার হার কমাতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে বলেও জানান

তিনি।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহেদা ইসলাম বলেন, প্রাথমিকে কৃতকার্য হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন। প্রাথমিকে যদি শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে তবে তা উদ্বেগের। এই শিক্ষাবিদ বলেন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের চিন্তাধারার পরিবর্তন, পড়ালেখার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ছাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে ছাত্ররাও যাতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ঝরে না পড়ে এবং পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

চট্টগ্রামের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, প্রতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা স্কুল পর্যায়ে একটা জরিপ পরিচালনা করি। সেখানে এবার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মেয়েদের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীরা কেন বেশি ঝরে পড়ছে তাও খতিয়ে দেখব। আমরা চাই একজন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েই যাতে পরবর্তীতে সব শ্রেণির ক্লাস চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই মাঝপথে যাতে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে না যায়। পড়ালেখা বন্ধ করে, বিশেষ করে ছেলে শিক্ষার্থীরা কী কাজে জড়িত হচ্ছে ও কোথায় যাচ্ছে- তা খুঁজে বের করতে হবে। সমস্যা সমাধানে নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com